মেহেরপুরে আরও ২৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন আরও ২৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার জেলা স্বাস্থ্যবিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে। ৯৭টি ফলাফলের মধ্যে ২৩টি পজিটিভ হয়েছে। এর মধ্যে সদরে ১৪, গাংনীতে ০৭ এবং মুজিবনগরে ০২ জন। এনিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট ২৭৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। যার মধ্যে সদরে ১১৯, গাংনীতে ১১৩ এবং মুজিবনগরে ৪৩ জন।

শুরু থেকে জেলায় এ পর্যন্ত সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা -৫ হাজার
২৯৫। এ যাবৎ মোট মৃত্যু ১৮৩ । এর মধ্যে সদরে ৮৪, গাংনীতে ৫৮ এবং মুজিবনগরে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুরের আলমপুরের জমিনা (৫২), রুদ্রনগরের সানারুল (৩২), ৫ নং ওয়ার্ডের নার্গিস (৫১), রঘুনাথপুরে জেসমিন আরা (৩২), সদর হাসপাতালের সাহানারা খাতুন (২৭), উত্তর শালিকা চম্পা খাতুন (২০), ফতেপুরের আরিফন নেসা (২৫), ক্যাশ্ববপাড়ার খন্দকার সহিউল্লাহ (৬২), জাহানারা (৬০), রত্না (২৪), হোটেলবাজারের আবুল মমিন (৪৩), মল্লিকপাড়ার সাইয়েদা আক্তার (৩৩),চন্দ্রনগরের আক্তার জামান (৭২), সদর হসপিটালের জেসমিন আক্তার (৪৮), কবির হোসেন (৪০), তাঁতিপাড়ার মেহের নিগার(৯৫), গাংনী মটমুড়ার শহিদুল (৪৫), ধর্মচাকির রেজানুর (২১), বামন্দীর শাইলা(২৭), মুজিবনগর রশিকপুরের হামিদা খাতুন(৫৫), গোপালনগরের ময়জদ্দিন (৮০)।

মেহেরপুর ২৪ ঘন্টায় ১৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে নতুন ধাপে জেলায় ৮২ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে ।

আজ বুধবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৭ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৭ জন পজিটিভ হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া আরটিআর পিসিআর ল্যাব থেকে পাওয়া ফলাফলে আরো ২ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন- আমঝুপি গ্রামের রাজিয়া (৩৮), চাঁদবিলের সুফিয়া (৬০), জাহাঙ্গীর আলম (৩৯), রাজাপুরের চাঁদনী খাতুন (১৬), সদর থানার নাজির (৫৮), মুখার্জী পাড়ার সুরভী (৩০), মল্লিকপাড়ার সুকান্ত অধিকারী (৩১), দারিয়াপুরের সালেহা খাতুন (৭৫), ২ নম্বর ওয়ার্ডের তহমিনা (৪০), বাড়িবাকার আতিয়ার (৩০), গাংনী হাসপাতালের শিরিনা খাতুন (৩০), জয়নাল আবেদীন (৫৮), মতিউল ইসলাম (৫৬), কোদাইল কাটির রিফান (১৪), শারমিন (৪৫), হুমায়ন কবির (৫২), সজল (২২), সদরের শ্যামপুরের শফিকুল ইসাম (৪০) এবং কোর্টপাড়ার সুমাইয়া খাতুন (২০)।

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে: ১৩ জানুয়ারি থেকে ১১ বিধি-নিষেধ

আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন। এবার করোনা রোধে ১১টি বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যা আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

গতকাল সোমবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই বিধি-নিষেধ জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনসাধারণকে অবশ্যই বাড়ি বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ ও আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই টিকা সনদ দেখাতে হবে। আগামী ১৩

জানুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ১১ দফা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

বাইরে গেলে যা করা বাধ্যতামূলক: মাস্ক ছাড়া দোকান, শপিং মল, বাজার-রেঁস্তোরাসহ জনসম্মুখে যেতে পারবেন না কেউ। অফিসেও সর্বদা মাস্ক পরতে হবে সবাইকে। রেঁস্তোরায় বসে খাবার গ্রহণ এবং আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই করোনা টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে ব্যত্যয় রোধে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে নির্দেশনা : ১২ বছরের ঊর্ধ্বের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পরে টিকা সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

পরিবহন চলবে যেভাবে : ট্রেন, বাস ও লঞ্চে সক্ষমতার অর্ধেক সংখ্যক যাত্রী নেওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকারিতার তারিখসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে। সর্বপ্রকার যানের চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে কভিড-১৯ টিকা সনদধারী হতে হবে।

অনুষ্ঠান বন্ধ : কভিড আক্রান্তের হার ক্রমবর্ধমান হওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সমাবেশসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

বিদেশযাত্রায় নির্দেশনা: বিদেশ থেকে আগত যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কভিড-১৯ টিকা সনদ প্রদর্শন ও Rapid Antigen Test করতে হবে। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দরসমূহে স্ক্রিনিংয়ের সংখ্যা বাড়বে। পোর্টসমূহে ক্রুদের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও আগত ট্রাকের সাথে শুধুমাত্র ড্রাইভার থাকতে পারবেন। কোনো সহকারী আসতে পারবেন না।

ইমামদের প্রতি আহ্বান: স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং মাস্ক পরিধানের বিষয়ে সকল মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় ইমামগণ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও

উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩জন, গাংনীতে ৭ জন এবং মুজিবনগরে ৮ জন রয়েছেন।
রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আজ ৪৯টি রিপোর্টের ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১৮টি পজেটিভ এবং বাকিগুলো নেগেটিভ। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২৪ জন, গাংনীতে ১৭ জন এবং মুজিবনগরে ১৪ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ২০ জন।
বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুরে আরো ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, আজ নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ১ জন ও ২ জন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।

এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২ শ ২৪ টি। মোট আক্রান্ত রোগীর মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২০ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহর মল্লিকপাড়ার সাজুল ইসলাম (৪৯), গাংনী উপজেলা ঈদগাহ পাড়ার সোহানুর রহমান (২১), ভিটাপড়ার মিম (২৪)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে কোভিট টিকা প্রদাণের দ্বিতীয় ডোজ শুরু

ঝিনাইদহে কোভিট-১৯ এর টিকার প্রদানের দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা সদর হাসপাতালসহ ৬ উপজেলার নির্ধারিত টিকা কেন্দ্রগুলোতে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে।

সকালে জেলা সদর হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম ডোজ প্রদাণের শুরুতে যারা টিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা টিকা নিচ্ছেন। লাইনে দাড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও নতুন টিকা গ্রহণকারীরাও রেজিষ্ট্রেশন করছেন।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহে ৪ হাজার ৮’শ এ্যাম্পুল টিকা এসেছে। প্রতি এ্যাম্পুলে ১০ জন করে সর্বমোট ৪৮ হাজার জন টিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

গতকাল বুধবারই জেলার অন্যান্য উপজেলায় টিকা পৌঁছানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একযোগে টিকা প্রদাণ শুরু করা হয়েছে। যতদিন টিকা থাকবে ততদিন আমরা টিকা প্রদাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

তিনি বলেন, প্রথম ডোজ নেওয়ার ২ মাস পর দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিতে হবে। শুধু টিকা নিলেই হবে না স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করতে

একজন মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে করোনা পজিটিভ আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো: আসাদুল ইসলাম। কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ঔষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি এসব রোগীদের সেবার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ্য হয়ে উঠেছেন।
এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
তবে তার এই সেবার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন আবার করোনা ভাইরাস পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ্য করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো। অক্সিজেন দেওয়াসহ বিভিন্ন ঔষধ খাওয়ানো এবং সেবা দিয়ে আসা ছিলো তার দায়িত্ব।
সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছিলো। সে সময় আমি ছাদে

মেহেরপুরে আরও দুইজন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে একজন গাংনী উপজেলার অপর জন মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ২ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১২ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৯২৭ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭১৭ জন, সুস্থ ৬২৭ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৬ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৭ (সদরে-০৭, গাংনীতে- ০৪ ও মুজিবনগরে- ০৬) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- গাংনী উপজেলার পূর্ব মালসাদহের সুলতানা আঁখি(৩০), অপর একজন হলেন মেহেরপুরের নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার আব্দুর রব(৪৪)।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জন সদরের, একজন মুজিবনগর উপজেলার।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৩

জনের। আর নেগেটিভ আসে ১১ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৮৪০ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭০৯ জন, সুস্থ ৬১৪ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৫ (সদরে-১৫, গাংনীতে- ৪ ও মুজিবনগরে- ৬) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের হাজেরা খাতুন (৩০), রাজনগরের তুফান আলী (৬০) এবং মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগরের ফারহানা ইয়াসমিন (২০)।

মুজিবনগরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু

মুজিবনগরে আনার মোল্লা(৪০) নামের একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সন্ধায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আনার মোল্লা মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের দয়াল মোল্লার ছেলে।

পেশায় তিনি ছিলেন একজন কৃষক, এবং তিনি কাঁচামালের খুচরা ব্যাবসাও করতেন। ব্যাবসার উদ্যেশ্যে অনেক সময় তিনি বিভিন্ন বাজারে যেতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি ঠান্ডা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট রোগে ভূগছিলেন। পরে তার নমুনা পরিক্ষা করা হলে করোনা পজেটিভ আসে। আস্তে আস্তে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।